	উদ্ভাবনী উদ্যোগের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরন	উদ্ভাবন গ্রহনের যৌক্তিকতা
১।	জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমীতে চলমান বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ট্রেডগুলোর নাম প্রধান কার্যালয় ভবনের সামনে স্ক্রল বোর্ডের মাধ্যমে প্রচার করা।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরাধীন প্রধাণ কার্যালয়ে পরিচারিত জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমীতে চলমান বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ট্রেডগুলো সম্পর্কে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রধান কার্যালয় ভবনের সামনে স্ক্রল বোর্ডের মাধ্যমে প্রচার করা।	১.প্রচার বৃদ্ধি, ২.সর্বসাধারণের অবগতি , ৩.ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি, ৪.মহিলাদের স্বাবলম্বি করা , ৫.নারীকে মানব সম্পদে রুপান্তর করা , ৬.উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়তা করা ।
২।	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের বিজ্ঞপ্তি ও ফরম ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।	প্রধাণ কার্যালয়ে পরিচারিত জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমীতে চলমান বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রচার বৃদ্ধিএবংভর্তি ইচ্ছিুক মহিলারা ঘরে বসেই ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ও ফরম প্রাপ্তি ।	১.ভর্তি নিয়মাবলী সম্পর্কীত তথ্য জানানো. ২.ভর্তি ফরম প্রাপ্তি সহজীকরণ, ৩.সময়ের অপচয় রোধ।
৩।	স্কুল পর্যায়ে অভিভাবকদের নিয়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা করা।	স্কুল পর্যায়ের অভিভাবকগন বাল্যবিবাহ সর্ম্পকে সচেতন নয় ।সচেতনতার অভাব,দারিদ্রতা ,কুসংস্কার ওধর্মীয় গোড়ামী,সামা্জিক নিরাপত্তার অভাব,দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না করা ,যৌন হয়রানী ইত্যাদি কারনে স্কুল পর্যায়ের ছাত্রীদের বাল্যবিবাহ সংগঠিত হচ্ছে । এর ফলে বহুবিবাহ ,বিবাহ বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি ,নারী নির্যাতনের হার বৃদ্দি ,নারী ক্ষমতায়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে । সর্বোপরি এসডিজি বাস্তবায়নে জটিলতা সৃস্টি হচ্ছে ।	১.স্কুল পর্যায়ের অভিভাবকগণকে বাল্যবিবাহ সর্ম্পকে সচেতন করা । ২.বাল্যবিবাহের আইন সর্ম্পকে অভিভাবকগণকে অবগত করা । ৩। সামাজিক ও ধমীয় কুসংস্কার সর্ম্পকে অভিভাবকগনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন
৪।	ভিজিডি উপকারভোগী পরিবারের সকল সদস্যদের শতভাগ জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ।	ভিজিডি উপকারভোগী পরিবারের সকল সদস্যদের শতভাগ জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ। হবে । অল্প সময়ে নির্ধারিত ফি পরিশোধ করে হায়রানি মুক্ত হয়ে জন্ম নিবন্ধন কার্ড পাবে ।	১.নাগরিক হিসেবে তার অধিকার নিশ্চিত হবে । ২.হয়রানির শিকার হবে না । ৩.জন্ম নিবন্ধনের গুরুত্ব সর্ম্পকে জানতে পারবে । ৪.অর্থের অপচয় হবে না ।
৫।	রাজারহাট উপজেলার ১৬-৪২ বছরের দু:স্থ ও অবহেলিত আইজিএ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রামীণ নারীদের উদ্যোক্তা হতে সহায়তা প্রদান করা	উপজেলা পর্যায়ে আইজিএ প্রকল্পকে বাস্তবিক রূপ প্রদানের লক্ষে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে উদ্যোক্তা হতে সহায়অতা করা ।সহায়তা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণের সময় হতে আলাদা টেককেয়আর করা ।প্রশিক্ষণের পরেও তাকে অন্যান্য সহায়তা প্রদান,যেমন প্রশিক্ষনের আসবাব ব্যবহারের সুযোগ,কাচাঁমালের যোগান ,ঋণের ব্যবস্থা করা ,উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা ।	১.আত্ম কর্মসংস্থান সৃস্টি । ২.নেতৃত্ব গঠন । ৩.জীবনযাাত্রার মান উন্নয়ন । ৪.মনোবল বাড়ানো । ৫.পরিবার ও সমাজে নিজের অবস্থান তৈরি । ৬.উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়ক ।
৬।	ভুড়ুঙ্গামারী উপজেলার ১০টি ইউনিয়নে ঝুকিপূর্ণ পরিবারের মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের	IGA প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের বাছাই কালে নীতিমালার আলোকে নিতে হলে হতদরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া নারীদের অগ্রাধিকার দেয়ায় মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের পরিবারের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন বাধাগ্রস্থ হয়। যার কারণে সমাজে	১.এলাকা/গ্রাম নির্বাচন ২.ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের তালিকা তৈরি/ প্রস্তুত করা ৩.আগ্রহ সৃস্টির জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করা। ৪.নীতিমালা ঝুঁকির্পূণ পরিবারের অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ থাকা।

	লেখাপড়া চালিয়ে যেতে প্রনোদনা হিসেবে আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রদান	গুরুত্বপূর্ণ ভবিষৎ প্রজন্মের অগ্রগতি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এলাকার বাল্যবিয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ও চলমান লেখাপড়ারত ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবারকে চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভূক্তির ফলে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের ঝড়ে পড়া রোধ হবে ও লেখাপড়া চালিয়ে যেতে সহায়তা হবে।	৫.আবেদনপত্রে ঝুঁকিপূর্ন পরিবারের বিশেষ তথ্য পুরনের ব্যবস্থা রাখা। ৬.অনলাইনে আবেদন গ্রহন ৭.চাহিদাভিত্তিক ট্রেডে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা। ৮. প্রশিক্ষণ শেষে এককালীন আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা। ৯.সনদ বিতরন।
৭।	অফিসে আগত সেবা গ্রহিতাদের নিরাপদ খাবার পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট সেবা প্রদান।	১.নিরাপদ খাবার পানি সংরক্ষণ করে রাখার সুব্যবস্থা রাখা। ২.টয়লেটে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা ৩.টয়লেট তৈরি/মেরামত এর ব্যবস্থা করা নিরাপদ খাবার পানি সংরক্ষণ করে রাখার সুব্যবস্থা না থাকায় এবং ১টি মাত্র টয়লেট ব্যবহারে নিজ দপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও আগত সেবা গ্রহিতাদের সেবা গ্রহনে মারাত্মক সমস্যা হয়।	৯টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এ উপজেলার ইউনিয়ন গুলোর দুরত্ব অফিস পাড়া হতে প্রায় ১০কি.মি. এর উর্দ্ধে যার ফলে অফিস হতে সেবা গ্রহন করতে এসে মহিলা ওশিশূরা নিরাপদ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যসম্বত টয়লেট এর সংকটে পড়ে। উপজেলার অফিস পাড়ায় মহিলা ও শিশু সেবা গ্রহিতাদের জন্য আলাদা ভাবে নিরাপদ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যসম্বত টয়লেটের ব্যবস্থা নেই।
৮।	মোবাইল নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে নারী ও শিশুদের প্রতারণা/নির্যাতন রোধে মা সহ ছাত্রীদের সচেতনতামূলক সভা করা।	তথ্য প্রযুক্তিতে দেশ এড়িয়ে াযাচ্ছে এবং সেই সাথে জনগনের হাতের মুঠোয় পৃাথিবী। যুগ উপযোগী তথ্য প্রযুক্তিতে জনহনের দোড় গোড়ায় সকল সেবা পৌছে যাচ্ছে।সেই সাথে নারী ও শিশু মোবাইল নেট ওয়ার্কিং এর অপব্যবহারে প্রতারিত/নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে ।	১.নারী ও শিশু নিসংগতা/একাকিত্বতা রোধ, ২.বিনোদন বাড়ানো, ৩.মোবাইল ফোনের অপব্যবহারে নিজের অজান্তে যাতে প্রতারিত বা অপরাধে জড়িয়ে না পড়ে ।
৯।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সদর কার্যালয়ের “কার্যকর হেল্প ডেস্ক”।	হেল্প ডেস্কে অভ্যর্তনাকারীর মাধ্যমে সেবা প্রদান,সেবা গ্রহীতার নাম রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ, সেবা গ্রহীতারা সংশ্লিষ্ট শাখায় সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে সেবা গ্রহন	।১.অভ্যর্থনাকারীর নিকট পর্যাপ্ত তথ্যাদি না থাকায় সেবা গ্রহীতাকে একাধিক ব্যক্তির নিকট যেতে হয় বিধায় তথ্য প্রাপ্তিতে ভোগান্তির শিকার হতে হয় ।এ অবস্থার উন্নতির লক্ষে ২.একাধিক দক্ষ অভ্যর্থনাকারীর নিযোগ প্রদান , ৩.বিভিন্ন কর্মসূচি/কাযক্রমের তথ্যাদি হেল্ট ডেস্কে সংরক্ষণ , ৪.এলইডি মনিটর স্থাপন, ৫.নিয়মিতভাবে রেজিস্টারে সেবা গ্রহতিার নাম লিপিবদ্ধকরণ
১০।	“বাল্য বিবাহ নিরোধ ঘন্টা”	ডিজিটাল সিস্টেমের আওতায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ।	১.মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৭ম ১০ম শ্রেনী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ৪ সদস্যের টিম গঠন. ২.উপস্থিতি (বালিকা) ড্যাশবোর্ডে উপস্থাপন, ৩.বাৎসরিক ঝড়ে পড়া ছাত্রদের তথ্য মনিটরিং,

			৪.স্কুলভিত্তি কমিটি গঠন, ৫. অনুপস্থিতি/ঝড়ে পড়ার কারন অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহন , ৬.ডিজিটাল উপস্থিতির এর মাধ্যমে মনিটরিং।
১১।	“মাতৃত্বকাল ভাতা বিতরন সহজিকরণ”।	ইউনিয়ন পর্যায়ে এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সকল ভাতাভোগীর একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় হতে ভাতা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ।	১.ভাতা বিতরন ও প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী ইউনিয়ন পরিণত খেৃকেই জানা যাবে । ২.ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় হতে ভাতাভোগী তার সুবিদামত সময়ে ভাতা উত্তোরন করতে পারবে । ৩.স্থানীয় ও নির্দিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে ভাতা বিতরন করা হয় বিদায় ভাতা বিতরন ও প্রাপ্তি। প্রাপ্তি সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ নিস্পত্তি সহজ হবে । ৪.ভাতাভোগীর সময় ওঅর্থের সাশ্রয় হবে
১২।	“ভিজিডি উপকারভোগীদের সঞ্চয় জমা সহজিকরণ”।	উপকারভোগীদের দল গঠন করে দলনেতার মাধ্যমে সংশিস্নষ্ট ইউনিয়নের নিকটবর্তী ব্যাংক/এজেন্ট ব্যাংকে স্ব স্ব হিসাব খোলা এবং নির্ধারিত তারিখে সঞ্চয় জমা পূর্বক খাদ্য (চাল) গ্রহন।	১.দল গঠনের ফলে নেতৃত্ব তৈরী হবে। ২.একই দিনে/ তারিখে সঞ্চয় জমা পূর্বক খাদ্য (চাল) গ্রহনের ফলে উপকারভোগীর হয়রানি কমবে। ৩. সময় ও অর্থের অপচয় হবে না। ৪.পারিবারিক কলহ কমবে। ৫. খাদ্য (চাল) বিক্রি করবে না।
১৩।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের “উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীদের উৎপাদিত পন্য বাজারজাত সহজিকরণ”।	”উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাহ সহজিকরণ ” উদ্ভাবনটি বাস্থবায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণার্থীদের উৎপাদিত পণ্যের গুনগত মান বজায় রেখে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে “বহ্নি” নামে শপিং অ্যাপস চালু করে পণ্রের বাজারজাতকরণের ম্যাম্যমে তৃণমূল পর্যায়ে নারীদেরকে উদ্যোক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা ।	১.সারাদেশে পণ্যের মার্কেট তৈরি. ২.ক্রেতা তৈরি. ৩.ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা, ৪.প্রতি জেলায় নারী উদ্যোক্তা তৈরি, ৫.উদ্যোক্তার ন্যর্যমূল্য প্রপ্তি , ৬.মধ্যস্বত্বভোগীর হাতথেকে নিস্কৃতি ৭.পণ্র বাজারজাত করণে অবকাামোগত সম্যসা দূরীকরণ ৮.নারী উদ্যোক্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ৯.উদ্যোক্তাদের ডাটাবেজ তৈরি ও ওয়েব পোর্টালে সংরক্ষণ। ১০.সরকারের নির্বচরী ইশতেহার “আমার গ্রাম,আমার শহর” বাস্তবায়ন ।